দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 28 1999 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

জামায়াত শিবিরচক্র রাতের আঁধারে কারমাইকেল কলেজে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যের মূল বেদী ও পাটাতন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে

রংপুর, ২৭ জুলাই, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ দায়িত্বরত একদল পুলিশ ও দু'জন নৈশ প্রহরীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে জামায়াত শিবিরচক্র সোমবার গভীর রাতে কারমাইকেল কলেজের নির্মীয়মাণ মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'প্রজন্ম'-এর মূল বেদী ও পাটাতন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলেছে। এ ঘটনায় কলেজের বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আজ বুধবার 'সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রঐক্যর ব্যানারে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে ডিসি ও এসপির কাছে স্মারকলিপি প্রদান এবং প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের কর্মসূচী নিয়েছে।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য প্রজন্ম-এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় '৯১ সালে। জামায়াত শিবিরচক্রের নানামুখী বাধার কারণে এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এর পর বিভিন্ন সময়ে কাজ শুরু হলে ইতোপূর্বে শিবিরচক্র দু'বার ভেঙ্গে ফেলে। অতঃপর দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর মাসখানেক আগে আবার এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং মঙ্গলবার এর পাটাতনের মোজাইকের কাজ হবার কথা। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী এই চক্রটি বরাবরের মতোই এর বিরোধিতা করে আসছিল। সোমবার গভীর রাতব্যাপী এ চক্রটি তাদের ঘাঁটি বলে খ্যাত ওসমানী ছাত্রাবাসে এক ভোজন ও আমোদ-ফুর্তির আয়োজন করে। আমোদ-ফুর্তি শেষে রাত আনুমানিক পৌনে তিনটায় প্রায় ১শ' জন মুখোশধারী পিস্তল, কাটা রাইফেলসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রহরাধীন পুলিশ ও নৈশ প্রহরীকে জিম্মি করে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ভাস্কর্য ভাঙ্গার এই তাণ্ডবলীলা চালায়। মঙ্গলবার দায়িত্বরত পুলিশ ও নৈশ প্রহরীরা কয়েকজন সাংবাদিকের কাছে এর সত্যতা স্বীকার করে। এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এই কর্মের জন্য থানায় কোন এজাহার না করে একটি জিডি করেছে। অপরদিকে কলেজের বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও ভাস্কর্য বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য এই ন্যক্কারজনক ঘটনার পিছনে কলেজ অধ্যক্ষর গোপন ইন্ধন রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। বর্তমানে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।